বাংলার ছোটগল্প

দ্বাদশ খণ্ড

সম্পাদনা
ড. বিজিত ঘোষ

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা ঃ দ্বাদশ খণ্ড

সমগ্র দ্বাদশ খণ্ডটিতে স্থান পেয়েছেন শুধুমাত্র বাংলাদেশের গল্পকারগণ। বর্তমান খণ্ডটি শুরু করেছি বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখক, প্রয়াত আবুল মনসুর আহমদের(১৮৯৮-১৯৭৯) 'হুযুর কেবলা' নামের বিখ্যাত গল্পটি দিয়ে।

এই খণ্ডে নির্বাচিত গল্পের সংখ্যা ৪০। খণ্ডটিতে স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের তরুণতম গল্পকার প্রশান্ত মৃধাও (১৯৭১)। সেই প্রেক্ষিতে, লেখকদের জন্ম-সনের ভিত্তিতে, এই খণ্ডের সময়কাল ১৮৯৮ থেকে ১৯৭১। অর্থাৎ দীর্ঘ ৭৪ বছরের।

পূর্ববর্তী দশম খণ্ডের রীতি অনুসরণ করে বর্তমান খণ্ডেও লেখকদের সূচিপত্রে স্থান দিয়েছি তাঁদের নামের (বর্ণানুক্রমিক) আদ্যক্ষর দিয়ে।

বর্তমান খণ্ডটির (দ্বাদশ খণ্ড ঃ বাংলাদেশের গল্প) জন্য গল্প সংগ্রহের ব্যাপারে 'ভারতস্থ গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ উপদূতাবাস'— এর 'লাইব্রেরী ও তথ্যকেন্দ্র' থেকে আমি যথেষ্ট উপকার পেয়েছি। এইক্ষেত্রে শ্রী সন্দীপ নায়ক, শ্রীমতী জাহান আরা সিদ্দিকী এবং বিশেষ করে গ্রন্থাগারিক আজিজুল আলম ভাইয়ের সহযোগিতার কথা ভোলার নয়।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য, বাংলাদেশের চব্বিশজন (২৪) শক্তিমান গল্পকারের চব্বিশটি অসামান্য গল্প পূর্বেই স্থান করে নিয়েছে আমাদের 'বাংলার ছোটগল্প'-র অন্যান্য খণ্ডগুলিতে। সেই বিশিষ্ট চব্বিশজন হলেন ঃ

১।	শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)	আলোক অন্বেষা	চতুর্থ খণ্ড
২।	অরুণ চৌধুরী (১৯১৯)	হালাল	ঐ
৩।	আবু রুশদ (১৯১৯)	ছেদ	ঐ
৪।	গোলাম কুদ্দুস (১৯১৯)	লাখে না মিলয়ে এক	ঐ
৫।	মিরজা আবদুল হাই (১৯১৯)	মেহেরজানের মা	ঐ
৬।	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯১২-১৯৭১)	স্তন	ঐ
৭।	মুনির চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)	খড়ম	ঐ
৮।	শাহেদ আলী (১৯২৫)	আতশী	ঐ
৯।	আবু ইসহাক (১৯২৬)	জোঁক	ঐ
১০।	সুচরিত চৌধুরী (১৯৩০)	একরাত	পঞ্চম খণ্ড
১১।	আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২)	ছাতা	ঐ
১২।	জহির রায়হান (১৯৩৩)	বাঁধ	ঐ
১৩।	আবদুল গফ্‌ফর চৌধুরী (১৯৩৪)	রোদের অন্ধকারে বৃষ্টি	ঐ
১৪।	সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫)	শীতবিকেল	ষষ্ঠ খণ্ড
১৫।	হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯)	আত্মজা ও একটি করবী গাছ	ঐ
১৬।	বিশ্বজিৎ চৌধুরী (১৯৪০)	যেভাবে চুরি হয়ে যায়	ঐ
১৭।	বিপ্রদাশ বড়ুয়া (১৯৪০)	সাদা কফিন	ঐ

১৮। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৮)	কান্না	সপ্তম খণ্ড
১৯। সেলিনা হোসেন (১৯৪৭)	ছায়াসূর্য	ঐ
২০। হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮)	উনিশ শ'একাত্তর	অষ্টম খণ্ড
২১। মঞ্জু সরকার (১৯৫৩)	দলছুট	ঐ
২২। বশীর আলহেলাল (১৯৫৪)	শহীদ আবদুল রশীদের কবর	দশম খণ্ড
২৩। ইমদাদুল হক মিলন (১৯৫৫)	থুতু ছিটাবার পর	নবম খণ্ড
২৪। মহীবুল আজিজ (১৯৬২)	মৎস্যপুরাণ	ঐ

পুনশ্চ ঃ বিশেষ উৎসাহী/আগ্রহী সহৃদয় পাঠকদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি কথা। **বারো খণ্ডের 'বাংলার ছোটগল্প' গ্রন্থের কেবলমাত্র প্রথম খণ্ডেই রয়েছে বাইশ পৃষ্ঠার একটি তথ্যসমৃদ্ধ দীর্ঘ ভূমিকা।** সেখানে আছে **বাংলা গদ্যের সূচনা, গদ্যগ্রন্থ, গদ্য-সাহিত্য, আদি-গল্প, গল্প,** ছোটগল্পের **আবির্ভাব ঃ তার জন্ম ও উৎস সন্ধান,** সংজ্ঞা ইত্যাদি বিষয়ের উপর দীর্ঘ আলোচনা।

আছে অসংখ্য ছোটগল্পের সৃষ্টির অনিবার্য প্রেরণা হিসেবে অপরিহার্য পটভূমি-সমূহের (ভারতবর্ষের বহু বিচিত্র সামাজিক পরিস্থিতি, নানা ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-সংঘাত-সংঘর্ষ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভ, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের নানাবিধ সমস্যা, সংকট ইত্যাদি) তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে বিস্তৃত বিশ্লেষণ।

বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামন্বন্তরে ভেঙে পড়া বাংলার সমাজ-অর্থনীতি, **দেশভাগ, খণ্ডিত স্বাধীনতা-প্রাপ্তি, উদ্বাস্তু-স্রোত;** সেই মহা-প্রলয়ের সময়ের জীবন্ত ছবিও (এক-একটি কালজয়ী গল্পের সঙ্গে যে পটভূমির অঙ্গাঙ্গী যোগ) প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আগস্ট-আন্দোলন, ১৯৪৬-এর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা তথা 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' আর ঠিক তার পরই **তেভাগা আন্দোলন;** পরবর্তীকালে **'নকশাল আন্দোলন', 'জরুরী অবস্থা',** বারবার বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উত্থান, — এ-সব কিছুই বাংলার গল্পকে দিয়েছে নতুন প্রাণ; তারও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সেখানে করেছি আমি।

আবার বিভিন্ন সাহিত্য-আন্দোলন (**'কল্লোল', 'শ্রুতি', 'হাংরি জেনারেশন', 'শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলন', 'এই দশক', 'নিম সাহিত্য-আন্দোলন', 'নতুন রীতির গল্প আন্দোলন'** ইত্যাদি)।

লেখক-পাঠক-সম্পাদক-প্রকাশকের ছোটগল্প ব্যাপারে দায়িত্বহীনতা ও দায়িত্বের কথা; সর্বোপরি পাঠকের কাছে সে-কাল ও এ-কালের ছোটগল্পের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণের সম্ভাব্য কারণগুলিও বিশ্লেষিত হয়েছে সেই ভূমিকায়।

তাই, উৎসুক শ্রদ্ধেয় পাঠক সেটি একবার দেখে/পড়ে নিলে সম্পাদকের এক যুগ ধরে অনন্ত শ্রমের ভার কিছুটা লাঘব হবে।

শ্রীরামপুর
বইমেলা ২০০৭

(ড. বিজিত ঘোষ)

সূচীপত্র

আবুল মনসুর আহমদ	হুযুর কেবলা	১১
আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন	পরের বউ	২২
আব্দুল মান্নান সৈয়দ	মাংস	২৫
আল মাহমুদ	গন্ধবণিক	৩১
আবু জাফর শামসুদ্দীন	রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা	৪২
আহমাদ কাফিল	পুরস্কার	৪৮
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ	খর যৌবনের বন্দি	৫১
ইমতিয়ার শামীম	যেমত আকাশমাটি রক্তপ্রলাপ	৬২
কাইজার চৌধুরী	ছিনতাই ছিনতাই	৭১
কায়েস আহমেদ	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটে ও মালপদিয়ার রমণী মুখুজ্জে	৮৪
খান মোহাম্মদ ফারাবী	কেমন জব্দ	৯৭
গাজী শামছুর রহমান	ওঁম	১০১
জাফর তালুকদার	বাম পাঁজরের হাড়	১০৪
জাহান আরা সিদ্দিকী	চক্রবন্দি	১১২
জুবাইদা গুলশান আরা	গিরগিটি	১২৪
জুলফিকার মতিন	সাজ	১৩১
জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত	রংরাজ ফেরে না	১৪৩
নির্মলেন্দু গুণ	কয়লা	১৫০
প্রশান্ত মৃধা	মন যদি ইচ্ছা করো	১৫৪
ফজল শাহাবুদ্দীন	রাত্রির কাছাকাছি	১৬০
ফরিদা হোসেন	প্রত্যাবর্তন	১৭৪
ফাকিহা হক	ফাঁস	১৮৬
বুলবুল চৌধুরী	পয়মাল	১৯০
বেগম ফাতেমা বারী	নীলকণ্ঠ	১৯৬
বেগম রোকেয়া	সুলতানার স্বপ্ন	২০৯
মনিরা কায়েস	লুপ্তবসন্তের প্রত্নস্বপ্ন	২২২
মঈনুল আহসান সাবের	খননকারী	২৩২
মামুন হুসাইন	রাজযাত্রা কিম্বা সহজ বেহুলা পাঠ	২৩৮
মাহবুব-উল আলম	কোরবাণী	২৫৪
মুহম্মদ জাফর ইকবাল	বিজ্ঞানী সফদর আলী ও কাচ্চি বিরিয়ানি	২৬২

মাহবুব তালুকদার	সদাচার সমাচার	২৬৯
রুহুল আমিন বাবুল	গোপন ভালোবাসা	২৭৪
লুবনা জাহান	পরগাছা	২৮০
শওকত আলী	নয়নতারা কোথায় রে	২৮৬
শহীদ আখন্দ	যখন পারি না	২৯৫
শহীদুল ইসলাম	খাসজীবনের মৃত্যুপাঠ	২৯৮
সরদার জয়েনউদ্‌দীন	মা	৩০২
সাদেকা শফিউল্লাহ	নিষিদ্ধ সুখের যন্ত্রণা	৩০৮
সৈয়দ কামরুল হাসান	অরূপ	৩১১
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	যে মানুষ আলো দেখেছিল	৩২৩

হুযুর কেবলা

আবুল মনসুর আহমদ

॥ ১ ॥

এম্‌দাদ তার সবগুলি বিলাতি ফিন্‌ফিনে ধুতি, সিল্কের জামা পোড়াইয়া ফেলিল; ফ্লেক্সের ব্রাউন রঙের পাম্প্‌শুগুলি বাবুর্চিখানার বঁটি দিয়া কোপাইয়া ইলশা-কাটা করিল। চশ্‌মা ও রিস্টওয়াচ্‌ মাটিতে আছড়াইয়া ভাঙিয়া ফেলিল; ক্ষুর,স্টপ, শেভিংস্টিক ও ব্রাশ অনেকখানি রাস্তা হাঁটিয়া নদীতে ফেলিয়া দিয়া আসিল; বিলাসিতার মস্তকে কঠোর পদাঘাত করিয়া পাথর-বসানো সোনার আংটিটা এক অন্ধ ভিক্ষুককে দান করিল এবং টুথক্রীম ও টুথব্রাশ পায়খানার টবের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া কয়লা দিয়া দাঁত ঘষিতে লাগিল।

অর্থাৎ এম্‌দাদ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিল। সে কলেজ ছাড়িয়া দিল।

তারপর সে কোরা খদ্দরের কল্পিদার কোর্তা ও সাদা লুঙ্গি পরিয়া মুখে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ ঝাঁকড়া দাড়ি লইয়া সামনে-পিছনে সমান-করিয়া চুলকাটা মাথায় গোল নেকড়ার মতো টুপি কান পর্যন্ত পরিয়া চটিজুতা পায় দিয়া যেদিন বাড়িমুখে রওনা হইল, সেদিন রাস্তার বহুলোক তাকে সালাম দিল।

সে মনে মনে বুঝিল, কলিযুগেও ধর্ম আছে।

কলেজে এম্‌দাদের দর্শনে অনার্স ছিল।

কাজেই সে ধর্ম, খোদা, রসুল কিছুই মানিত না। সে খোদার আরশ, ফেরেশ্‌তা, ওহী, হজরতের মেয়ারাজ লইয়া সর্বদা হাসিঠাট্টা করিত।

কলেজ ম্যাগাজিনে সে মিল, হিউম, স্পেন্সার, কোম্‌তের ভাব চুরি করিয়া অনেকবার খোদার অস্তিত্বের অসারতা প্রমাণ করিয়াছিল।

কিন্তু খেলাফৎ আন্দোলনে যোগদান করিয়া এম্‌দাদ একেবারে বদলাইয়া গেল।

সে ভয়ানক নামাজ পড়িতে লাগিল। বিশেষ করিয়া নফল নামাজে সে একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িল।

গোল-গোল করিয়া বাঁশের কঞ্চি কাটিয়া সে নিজ হাতে একছড়া তস্‌বিহ তৈরি করিল। সেই তস্‌বির উপর দিয়া অষ্ট প্রহর অঙ্গুলি চালনা করিয়া সে দুইটা আঙ্গুলের মাথা ছিঁড়িয়া ফেলিল।

কিন্তু এম্‌দাদ টলিল না। সে নিজের নধর দেহের দিকে চাহিয়া বলিল : হে দেহ, তুমি আমার আত্মাকে ছোটো করিয়া নিজেই বড়ো হইতে চাহিয়াছিলে। কিন্তু আর নয়।

সে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে তস্‌বিহ চালাইতে লাগিল।

॥ ২ ॥

দিন যাইতে লাগিল।

ক্রমে এম্‌দাদ একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

বহু চেষ্টা করিয়াও সে এবাদতে আর তেমন নিষ্ঠা আনিতে পারিতেছিল না। নিজেকে বহু

শাসাইল, বহু প্রক্রিয়া অবলম্বন করিল; কিন্তু তথাপি পোড়া ঘুম তাকে তাহাজ্জুদের নামাজ তরক করিতে বাধ্য করিতে লাগিল।

অগত্যা সে নামাজে বসিয়া খোদার নিকট হাত তুলিয়া কাঁদিবার বহু চেষ্টা করিল। চোখের পানির অপেক্ষায় আগে হইতে কান্নার মতো মুখ বিকৃত করিয়া রাখিল। কিন্তু পোড়া চোখের পানি কোনো মতেই আসিল না।

সে স্থানীয় কংগ্রেস ও খেলাফৎ কমিটির সেক্রেটারি ছিল।

সেখানে প্রত্যহ সকালে-বিকালে চারিপাশের বহু মওলানা মওলবী সমবেত হইয়া কাবুলের আমিরের ভারত আক্রমণের কত দিন বাকি আছে তার হিসাব করিতেন এবং খেলাফৎ নোট-বিক্রয়-লব্ধ পয়সায় প্রত্যহ পান ও জর্‌দা এবং সময়-সময় নাশ্‌তা খাইতেন।

ইঁহাদের একজনের সুফী বলিয়া খ্যাতি ছিল। তিনি এক পীর সাহেবের স্থানীয় খলিফা ছিলেন এবং অনেক রাত পর্যন্ত 'এল্‌হু' 'এল্‌হু' করিতেন।

অল্পদিন পূর্বে 'এস্‌তেখারা' করিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন যে, চারি বৎসরের মধ্যে কাবুলের আমির হিন্দুস্থান দখল করিবেন।

তাঁর কথায় সকলেই বিশ্বাস করিয়াছিল; কারণ মেয়েলোকের উপর জিনের আসর হইলে তিনি জিন ছাড়াইতে পারিতেন।

এই সুফী সাহেবের নিকট এম্‌দাদ তার প্রাণের বেদনা জানাইল।

সুফী সাহেব দাড়িতে হাত বুলাইয়া মৃদু হাসিয়া ইংরেজি-শিক্ষিতদের উদ্দেশ করিয়া অনেক বাঁকা-বাঁকা কথা বলিয়া উপসংহারে বলিলেন : হকিকতান্ যদি আপনি রুহের তরক্কী হাসেল করিতে চান, তবে আপনাকে আমার কথা রাখিতে হইবে। আচ্ছা, মাস্টার সাহেব, আপনি কার মুরিদ?

এম্‌দাদ অপ্রতিভভাবে বলিল : আমি তো কারো মুরিদ হই নাই।

সুফী সাহেব যেন রোগ নির্ণয় করিয়া ফেলিয়াছেন। এইভাবে মাথা নাড়িতে-নাড়িতে বলিলেন : হ-ম্, তাই বলুন। গোড়াতেই গলৎ। পীর না ধরিয়া কি কেহ রুহানিয়ৎ হাসেল করিতে পারে? হাদিস্ শরিফে আসিয়াছে : (এইখানে সুফী সাহেব বিশুদ্ধরূপে আইন-গাইনের উচ্চারণ করিয়া কিছু আরবী আবৃত্তি করিলেন এবং উর্দুতে তার মানে মতলব বয়ান করিয়া অবশেষে বাঙলায় বলিলেন) : জজবা ও সলুক খতম করিয়া ফানা ও বাকা লাভে সমর্থ হইয়াছেন এইরূপ কামেল ও মোকাম্মেল, সালেক ও মজ্‌জুব পীরের দামন না ধরিয়া কেহ যমিরের রওশ্‌নী ও রুহের তরক্কী হাসেল করিতে পারে না।

হাদিসের এই সুস্পষ্ট নির্দেশের কথা শুনিয়া এম্‌দাদ নিতান্ত ঘাবড়াইয়া গেল।

সে ধরা-গলায় বলিল : কি হইবে আমার তাহা হইলে সুফী সাহেব?

সুফী সাহেব এম্‌দাদের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন : ঘাবড়াইবার কোনো কারণ নাই। কামেল পীরের কাছে গেলে একদিনে তিনি সব ঠিক করিয়া দিবেন।

স্বস্তিতে এম্‌দাদের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সে আগ্রহাতিশয্যে সুফী সাহেবের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল : কোথায় পাইব কামেল পীর? আপনার সন্ধানে আছে?

উত্তরে সুফী সাহেব সুর করিয়া একটা ফারসি বয়েত আবৃত্তি করিয়া তার অর্থ বলিলেন : জওহরের তালাশে যারা জীবন কাটাইয়াছে, তারা ব্যতীত আর কে জওহরের খবর দিতে পারে? হাজার শোকের খোদার দরগায়, বহু তালাশের পর তিনি জওহর মিলাইয়াছেন।

সুফী সাহেবের হাত তখনও এম্‌দাদের মুঠার মধ্যে ছিল। সে তা আরো জোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল : আমাকে লইয়া যাইবেন না সেখানে?

সুফী সাহেব বলিলেন : কেন লইয়া যাইব না? হাদিস শরিফে আসিয়াছে : (আরবী ও উর্দু) যে ব্যক্তি আল্লার রাস্তায় আসিতে চায়, তার সাহায্য কর।

সংসারে একমাত্র বন্ধন এবং অভিভাবক বৃদ্ধা ফুফুকে কাঁদাইয়া একদিন এম্‌দাদ সুফী সাহেবের সঙ্গে পীর-জিয়ারতে বাহির হইয়া পড়িল।

॥ ৩ ॥

এম্‌দাদ দেখিল : পীর সাহেবের একতলা পাকা বাড়ি। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। অন্দরবাড়ির সব ক'খানা ঘর পাকা হইলেও বৈঠকখানাটি অতি পরিপাটি প্রকাণ্ড খড়ের আটচালা।

সে সুফী সাহেবের পিছনে পিছনে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। দেখিল ঃ ঘরে বহু লোক জানু পাতিয়া বসিয়া আছেন। বৈঠকখানার মাঝখানে দেওয়াল ঘেঁষিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ আসনে মেহেদী-রঞ্জিত দাড়িবিশিষ্ট একজন বৃদ্ধলোক তাকিয়া হেলান দিয়া আল্‌বোলায় তামাক টানিতেছেন।

এম্‌দাদ বুঝিল : ইনিই পীর সাহেব।

'আসসালামু আলায়কুম' বলিয়া সুফী সাহেব সোজা পীর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া হাঁটু পাতিয়া বসিলেন। পীর সাহেব সম্মুখস্থ তাকিয়ার উপর একটি পা তুলিয়া দিলেন। সুফী সাহেব সেই পায়ে হাত ঘষিয়া নিজের চোখ-মুখ ও বুকে লাগাইলেন।

তৎপর পীর সাহেব তাঁর বাম হাত বাড়াইয়া দিলেন। সুফী সাহেব তা চুম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং পিছাইয়া-পিছাইয়া কিছু দূর গিয়া অন্যান্য সকলের ন্যায় জানু পাতিয়া বসিলেন।

পীর সাহেব এতক্ষণে কথা বলিলেন : কি রে বেটা, খবর কি? তুই কি এরই মধ্যে দায়েরায়ে-হকিকতে-মহব্বত ও জব্‌বায়ে-যাতী-বনাম-হোব্বে-এশ্‌ক্ হাসেল করিয়া ফেলিলি নাকি?

পীর সাহেবের এই ঠাট্টায় লজ্জা পাইয়া সুফী সাহেব মাথা নিচু করিয়া মাজা ঈষৎ উঁচু করিয়া বলিলেন :হজরত, বান্দাকে লজ্জা দিতেছেন।

পীর সাহেব তেমনি হাসিয়া বলিলেন : তা না হইলে নিজের চিন্তা ছাড়িয়া অপরের রুহের সুপারিশ করিতে আমার নিকট আসিলে কেন? কই, তোর সঙ্গী কোথায়? আহা। বেচারা বড়ই অশান্তিতে দিনপাত করিতেছে।

এই বলিয়া পীর সাহেব চক্ষু বুজিলেন এবং প্রায় এক মিনিট কাল ধ্যানস্থ থাকিয়া চক্ষু মেলিয়া বলিলেন : সে এই ঘরেই হাজের আছে দেখিতেছি।

উপস্থিত মুরিদগণের সকলে বিস্ময়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

এম্‌দাদ ভক্তি ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে পীর সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মেহেদী-রঞ্জিত দাড়ি-গোঁফের ভিতর দিয়া পীর সাহেবের মুখ হইতে এক প্রকার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

সুফী সাহেব এম্‌দাদকে আগাইয়া আসিতে ইশারা করিলেন। সে ধীরে-ধীরে পীর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সুফী সাহেবের ইঙ্গিতে অনভ্যস্ত হাতে কদম-বুসি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পীর সাহেব : বস্ বেটা, তোর ভালো হইবে। আহা, বড়ো গরিব। বলিয়া আল্‌বোলার নলে দম কষিলেন।

সুফী সাহেব আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন : হজরত, এর অবস্থা তত গরিব নয়। বেশ ভালো তালুক সম্পত্তি —

পীর সাহেব নলে খুব লম্বা টান কষিয়াছিলেন — কিন্তু মধ্যপথে দম ছাড়িয়া দিয়া মুখে ধোঁয়া লইয়াই বলিলেন : বেটা, তোরা আজিও দুনিয়ার ধন-দওলৎ দিয়া ধনী-গরিব বিচার করিস্। এটা তোদের বুঝিবার ভুল। আমি গরিব কথায় দুনিয়াবী গোরবৎ বুঝাই নাই। মুসলমানের জন্য দুনিয়ার ধন-দওলৎ হারাম। এই ধন-দওলৎ এন্সানের রুহানিয়ত হাসেলে বাধা জন্মায়, তার মধ্যে নফসা-নিয়ত পয়দা করে। আল্লাহতালা বলিয়াছেন : (আরবী ও উর্দু) বেশক দুনিয়ার ধন-দওলৎ শয়তানের ওয়াস্-ওয়াসা, ইহা হইতে দূরে পলায়ন কর। কিন্তু দুনিয়ার মায়া কাটান কি সহজ কথা? তোদের আমি দোষ দেই না। তোদের অনেকেই এখনও জেকেবের দরজাতেই পড়িয়া আছিস। জেক্রে জলী ও জেক্রে খফী — এই দুই দরজার জেকের সারিয়া পরে ফেকেরের দরজায় পঁহুছিতে হয়। ফেকের হইতে জহুর এবং জহুর হইতে মোরাকেবা-মোশাহেদার কাবেলিয়ত হাসেল হয়। খোদার ফজলে আমি আরেফিন, সালেহীন ও সিদ্দিকিনের মোকামাতের বিভিন্ন দায়েরার ভিতর দিয়া যেভাবে এলমে-লাদুন্নির ফয়েজ হাসেল করিয়াছি, তোদের কলব অতটা কুশাদা হইতে অনেক দেরি — অনেক —।

বলিয়া তিনি হুক্কার নলটা ছাড়িয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিলেন এবং চোখ বুজিয়া ধ্যানস্থ হইলেন।

কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং চিৎকার করিয়া বলিলেন : কুদরতে-ইজদানী, কুদরতে-ইজদানী।

মুরিদরা সব সে-চিৎকারে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

কিন্তু কেহ কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না।

পীর সাহেব চিৎকার করিয়াই আবার চোখ বুজিয়াছিলেন। তিনি এবার ঈষৎ হাসিয়া চোখ মেলিয়া বলিলেন : আমরা কত বৎসর হইল এখানে বসিয়া আছি?

জনৈক মুরিদ বলিলেন : হজরত, বৎসর কোথায়? এই না কয়েক ঘন্টা হইল।

পীর সাহেব হাসিলেন। বলিলেন : অনেক দেরি — অনেক দেরি। আহা, বেচারারা চোখের বাহিরে আর কিছুই দেখিতে পায় না।

অপর মুরিদ বলিলেন : হুযুর কেবলা, আপনার কথা মোটেই বুঝিতে পারিলাম না।

পীর সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন : অত সহজে কি আর সব কথা বুঝা যায় রে বেটা? চেষ্টা কর, চেষ্টা কর।

মুরিদটি ছিলেন একটু আবদেরে রকমের। তিনি বায়না ধরিলেন : না কেবলা, আমাদিগকে বলিতেই হইবে। কেন আপনি বৎসরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন?

পীর সাহেব বলিলেন : ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিস না। তার চেয়ে অন্য কথা শোন্! এই যে সাদুল্লাহ্ (সুফী সাহেবের নাম) একটি ছেলেকে আমার নিকট মুরিদ করিতে লইয়া আসিল, আমি সে-কথা কি করিয়া জানিতে পারিলাম? আজ তোমরা তাজ্জব হইতেছ। কিন্তু ইন্শা-আল্লাহ, যখন তোমরা মোরাকেবায়ে-নেস্বতে-বায়নান্নাসে তালিম লইবে, তখন অপরের নেস্বত সম্বন্ধে তোমাদের কলব আয়নার মত রওশন হইয়া যাইবে। আল্গরজ ইহাও খোদার এক শানে-আজিম। সাদুল্লাহ, যখন আমার দস্ত-বুসি করে, তখন তার মুখের দিকে আমার নজর পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার রুহ্ সাদুল্লার রুহের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ হইয়া গেল। সেখানে আমি দেখিলাম, সাদুল্লার রুহ্ আর একটা নূতন রুহের সঙ্গে আলাপ করিতেছে। উহাতেই আমি সব বুঝিয়া লইলাম। আল্লাহ্ আজিমুশ্শান্।

বলিয়া পীর সাহেব একজন মুরিদকে হুক্কার দিকে ইঙ্গিত করিলেন। মুরিদ হুক্কার মাথা হইতে চিলিম লইয়া তামাক সাজিতে বাহির হইয়া গেল।

পীর সাহেব বলিলেন : তোরা আমার নিজের লুৎফার ছেলের মতো। তথাপি তোদের নিকট হইতে আমাকে অনেক গায়েবের কথা গোপন রাখিতে হয়। কারণ তোরা সে-সমস্ত বাতেনী কথা বরদাশ্‌ত করিতে পারিবে না। জেকের ও ফেকের দ্বারা কলব কুশাদা করিবার আগেই কোনো বড়ো রকমের নুরে-তজল্লী তাতে ঢালিয়া দিলে কলব অনেক সময় ফাটিয়া যায়। এল্‌মে-লাদুন্নি হাসেল করিবার আগেই আমি একবার লওহে-মহফুজে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখন আমি মাত্র দায়েবায়ে-হকিকতে-লাতাআইউনে তালিম লইতেছিলাম। সায়েরে-নাজাবীর ফলেজ তখনও আমার হাসেল হয় নাই। কাজেই আরশে-মওয়াল্লার পরদা আমার চোখের সামনে হইতে উঠিয়া যাইতেই আমি নূরে-ইজদানী দেখিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িলাম। তারপর আমার জেস্‌মের মধ্যে আমার রুহের সন্ধান না পাইয়া আমার মুর্শেদ-কেবলা — তোরা তো জানিস আমার ওয়ালেদ সাহেবই আমার মুর্শেদ — লওহে-মহফুজ হইতে আমার রুহ আনিয়া আমার জেসমের মধ্যে ভরিয়া দেন, এবং নিজের দায়রার বাহিরে যাওয়ার জন্য আমাকে বহুৎ তম্বিহ করেন। কাজেই দেখিতেছিস, কাবেলিয়ত হাসেল না করিয়া কোনো কাজে হাত দিতে নাই। খানিকক্ষণ আগে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম : আমরা কত বৎসর যাবৎ এখানে বসিয়া আছি? শুনিয়া তোরা অবাক হইয়াছিলে। কিন্তু এর মধ্যে যে-ঘটনা ঘটিয়াছে, তা শুনিলে তো আরো তাজ্জব হইয়া যাইবে। সে জন্যই সে-কথা বলিতে চাই নাই। কিন্তু কিছু-কিছু না বলিলে তোরা শিখিবি কোথা হইতে? তাই সে-কথা বলাই উচিত মনে করিতেছি। সাদুল্লাহ এখানে আসিবার পর আমি আমার রুহকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। সে তামাম দুনিয়া ঘুরিয়া সাত হাজার বৎসর কাটাইয়া তারপর আমার জেস্‌মে পুনরায় প্রবেশ করিয়াছে। এই সাত হাজার বৎসরে কত বাদশাহ ওফাত করিয়াছে, কত সুলতানাৎ মেস্‌মার হইয়াছে, কত লড়াই হইয়াছে; সব আমার সাফ-সাফ মনে আছে। সেরেফ এইটুকুই বলিলাম; ইহার বেশি শুনিলে তোদের কলব ফাটিয়া যাইবে।

ইতিমধ্যে তামাক আসিয়াছিল।

পীর সাহেব নল হাতে লইয়া ধীরে-ধীরে টানিতে লাগিলেন।

সভা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কলব ফাটিয়া যাইবার ভয়ে কেহ কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

এম্‌দাদ পীর সাহেবের কথা কান পাতিয়া শুনিতেছিল। কৌতূহল ও বিস্ময়ে সে অস্থিরতা বোধ করিতে লাগিল।

সে স্থির করিল, ইঁহার মুরিদ হইবে।

॥ ৪ ॥

পীর সাহেব অনেক নিষেধ করিলেন। বলিলেন : বাবা, সংসার ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না, তাসাউওয়াফ বড়ো কঠিন জিনিস ইত্যাদি।

কিন্তু এম্‌দাদ তাওয়াজ্জোহ লইল।

পীর সাহেব নিজের লতিফার জেকের জারি করিয়া সেই জেকের এম্‌দাদের লতিফায় নিক্ষেপ করিলেন।

এম্‌দাদ প্রথম লতিফা জেক্‌রে-জলী আরম্ভ করিল।

সে দিবানিশি দুই চোখ বুজিয়া পীর সাহেবের নির্দেশ মতো 'এল্‌হু' এল্‌হু' করিতে লাগিল।

পীর সাহেব বলিয়াছিলেন : খেলওয়াৎ-দর-আঞ্জুমান দ্বারা নিজের কলবকে স্বীয় লতিফার